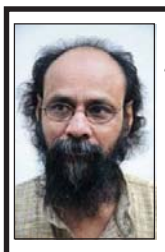

আনন্দ অঙ্গন পত্রিকার জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

— জয় গোস্বামী, ৪/৩/১৮

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ত্রৈমাসিক

আনন্দ অঙ্গন

রং তুলির দিয়ে সুরের ছড়া,স্পর্শ করে পৃথিবীর সব তারা। মনের অন্তরে বাজে নীরব গীত,প্রকৃতির মাঝে ছড়ায় একটি ছড়া।

বর্ষ-১১, সংখ্যা: ২-৩ | AANANDA AANGAN | এপ্রিল-জুলাই, ২০২৪

নান্দনিক চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু

নন্দলাল বসু ছিলেন একজন বিখ্যাত ভারতীয় চিত্রশিল্পী যিনি শিল্প জগতে তার উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সুপরিচিত। তিনি ছিলেন বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট-এর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যার লক্ষ্য ছিল ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় শৈল্পিক কৌশলগুলিকে আধুনিক সংবেদনশীলতার দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করা। বোসের চিত্রগুলি ভারতীয় সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা এবং প্রকৃতির সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। নন্দলাল বসুর অন্যতম বিখ্যাত কাজ হল মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি। যেখানে তিনি সরলতা এবং আধ্যাত্মিকতার সারমর্ম তুলে ধরে গান্ধীর প্রতিকৃতির

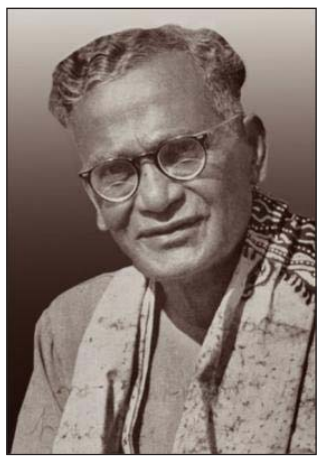

বোসের শিল্প ভারতীয় ঐতিহ্য এবং পুরাণকে তুলে ধরেছে নিপুণ হাতে। তিনি প্রাণবন্ত এবং আবেগপূর্ণ দৃশ্য তৈরি করতে জটিল

একটি সিরিজ তৈরি করেছিলেন। গান্ধীর এই আইকনিক ইমেজ 'ধ্যানে গান্ধী' হিসাবে সুপরিচিত, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যার গভীর প্রভাব ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

বিবরণ, গাঢ় রং এবং সূক্ষ্ম রেখা ব্যবহার করতে পারদর্শী ছিলেন। দেবতা, দেবদেবী এবং পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনায় আধ্যাত্মিকতা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে গভীর ফুটে উঠেছে তার শিল্পকর্মে।

প্রথাগত বিষয়ের পাশাপাশি নন্দলাল বোসের শিল্পকর্ম ভারতের দৈনন্দিন জীবনের সৌন্দর্য্যকেও সামনে নিয়ে এসেছে। তিনি তার ল্যান্ডস্কেপ, গ্রামের দৃশ্য এবং বিভিন্ন কর্মকান্ডে সাধারণ মানুষকে চিত্রায়নের জন্য পরিচিত ছিলেন। গ্রামীণ জীবনের সারাংশ এবং ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ধারণ করার তাঁর এই বিচিত্র ক্ষমতা অনেকেই অনুপ্রাণিত করেছে।

নন্দলাল বসুর অবদান চিত্রকলার বাইরেও ছিল সুপ্রসারিত। তিনি ভারতের শিল্প শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি তরুণ শিল্পীদের লালন-পালনে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সৃজনশীলতা অন্বেষণ করতে তাদেরকে উৎসাহিত করতেন।

সংক্ষেপে, নন্দলাল বোসের চিত্রগুলি ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার প্রমাণ। তার কাজ শিল্পী এবং শিল্প উৎসাহীদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে যুগযুগ ধরে। ঐতিহ্যগত ভারতীয় চিত্রকলা এবং আধুনিক চিত্রকলার মধ্যে সেতু বন্ধন রচনাকারী হিসেবে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের বার্ষিক সমাবর্তন ও শিল্পকলা অনুষ্ঠান

সম্প্রতি সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের বার্ষিক সমাবর্তন ও শিল্পকলা অনুষ্ঠানের বার্ষিক চিত্র কর্মশালা ২৩.৬.২০২৪ অনুষ্ঠিত হল সল্টলেকের লবণহ্রদ বিদ্যাপীঠ (এডি স্কুল) ও লবণহ্রদ অডিটোরিয়ামে (লবণহ্রদ মঞ্চ বিডি পার্ক)।

এই চিত্র কর্মশালায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৬৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এ, বি, সি, ডি, ই পাঁচটি গ্রুপে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়। প্রতি গ্রুপের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানাধিকারীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। এদিনের বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন অরুণকুমার চক্রবর্তী, অশোক মল্লিক, কাকলি দেবনাথ।

এই কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অরুণকুমার চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ রেখা চিত্রম ও বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। মাননীয় অশোক মল্লিক, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। মাননীয় সমরকুমার দাস, সম্পাদক বিবেক পথে। মাননীয় ভৃগুরাম হালদার, কর্ণধার বনশ্রী। মাননীয়া অনুরাধা মহাপাত্র, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক। মাননীয়া কাকলী দেবনাথ, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী, মাননীয়া দেবযানী, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুনিপুণভাবে সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট কবি ও বাচিক শিল্পী মাননীয়া পাপিয়া মল্লিক।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের ২০২৩ সালের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নৃত্য প্রতিযোগিতার ফলাফল

গ্রুপ-এ

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - বিদিপ্তা সরকার
স্কুল - পায়েল ড্যান্স একাডেমী

দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - মেঘনা দেবনাথ
স্কুল - নৃত্য সৃষ্টি

তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - গার্গী রায়
স্কুল - অন্তরা শিল্প মন্দির

গ্রুপ-বি

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - অদ্রিকা দাস
স্কুল - নৃত্য কলা কেন্দ্র

দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - কৌশিকী মালো
স্কুল - সরস্বতী আর্ট একাডেমী

তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অম্বিকা মুখার্জি
স্কুল - অম্বিকা ড্যান্স একাডেমী

গ্রুপ-সি

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - কোয়েল চ্যাটার্জি
স্কুল - বিদিশা ড্যান্স এন্ড মিউজিক একাডেমী

দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - অনামিকা বিশ্বাস
স্কুল - নৃত্য কলা নিকেতন

তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - মুন্নি হাজরা
স্কুল - সৃজন ড্যান্স স্কুল

গ্রুপ-ডি

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - অহনা পাল
স্কুল - অন্তরা শিল্প মন্দির

দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - সায়ন্তিকা পাল
স্কুল - নৃত্যাঞ্জলি

তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - রেনেসাঁস চ্যাটার্জি
স্কুল - শম্ভুনাথ ড্যান্স একাডেমী

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের ২০২৩ সালের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অঙ্কন প্রতিযোগিতার ফলাফল

গ্রুপ- A

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - জিনিয়া দে
স্কুল - বীণাপানী অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - ঐশী দাস
স্কুল - চিত্র শিল্পী আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অস্মিতা কর্মকার
স্কুল - চিত্রশৈলী আর্ট একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - হৃদাঙ্ক দাস
স্কুল - ক্রিয়েটিভ মাইন্ড আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - নবরতি দেবনাথ
স্কুল - চিত্রকলা কেন্দ্র
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - আর্য কুমার
স্কুল - ম্যাডোনা আর্ট স্কুল

গ্রুপ- B

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - নাইজা সরকার
স্কুল - আশা চিত্রলতা আর্ট স্কুল
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - উস্মিত সরকার
স্কুল - শিল্পকলা আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - সারিনি প্রামাণিক
স্কুল - রবিবার
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - বৃতি পাকিরা
স্কুল - শিল্পালয়
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - সৌভিক সেন
স্কুল - সায়নী শিল্পালয়
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - দীপ্ত ঘোষ
স্কুল - রেখাঙ্কন

গ্রুপ- C

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - সন্দীপ পাল
স্কুল - পামেলা প্রকৃতি প্রণয়ন
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - ঋজু পাল
স্কুল - বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - শ্রীতনুকা বিশ্বাস
স্কুল - ভেনাস আর্ট কলেজ
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - সৌরভ প্রামাণিক
স্কুল - আদর্শ চিত্রকলা
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - তৃষা ঘোষ
স্কুল - চারুকলা আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - ইমন বিশ্বাস
স্কুল - শান্তি আর্ট সেন্টার

গ্রুপ- D

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - অন্বেষা অধিকারী
স্কুল - বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - তৃষা মন্ডল
স্কুল - সুনন্দা আর্ট একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - সুমনা চ্যাটার্জী
স্কুল - অঙ্কন অঙ্গন আর্ট স্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - অন্বেষা মালো
স্কুল - সরস্বতী আর্ট একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - সুরাইয়া মন্ডল
স্কুল - আঁকিবুঁকি
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - রণিত বিশ্বাস
স্কুল - চিত্রায়ন

গ্রুপ- E

প্রথম - স্বর্ণ পদক
নাম - সৌম্যদীপ পাল
স্কুল - নোনামাটির আঁকিবুঁকি
দ্বিতীয় - রৌপ্য পদক
নাম - জয়শ্রী দাস
স্কুল - চারুকলা আর্টস্কুল
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - সায়নিকা হালদার
স্কুল - তীর্থঙ্কর আর্ট একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - পল্লবী রক্ষিত
স্কুল - শান্তিপুর আর্ট কলেজ
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - সুদীপ্ত বেরা
স্কুল - রীতা আর্ট একাডেমী
তৃতীয় - ব্রোঞ্জ পদক
নাম - কৃষ্ণার্জ্জুন বিশ্বাস
স্কুল - সঙ্গীতা আর্ট স্কুল

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির

আনন্দ-অঙ্গন

সম্পাদকীয়

পৃথিবীতে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাঙা-গড়া উত্থান-পতন সবকিছুর মধ্যেই লুকিয়ে আছে শিল্প। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সমূহ সৃষ্টি, স্থিতি, অবস্থা ক্রমবিকাশের মধ্যেই লুকিয়ে আছে শিল্প। পৃথিবীর যাবতীয় জাগতির গুণ, মানবিক আবেদন আর জীবনজগতের আচরণের মধ্যে লুকিয়ে আছে শিল্প। আর সেইসব ঘটনাবলী চিত্রিতরূপে ধরে রাখার জন্য ছবি আঁকার প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে ছবি বিভিন্ন কালের ছবি বিভিন্ন কালের বা যুগের দর্পন।

ছবির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলো ফেলা যায়। গুহাচিত্রের পর এল মাটির দেওয়াল, তালপাতা আর কাঠের পাটা। চিত্রপটে যুগে যুগে এলো আদিম শিকারি জীবন, কৃষিকাজের যুগ, রাজা-বাদশা জীবন। প্রাধান্য পেল কখনো কখনো নর্তকী দেবদাসী। আধুনিক যুগে এল দরিদ্র মানুষের কথা, আনন্দের কথা, সংগ্রামের কথা, লড়াইয়ের কথা, ছবিতে স্থান মহাযুদ্ধের বিষয় আর যন্ত্রসভ্যতার কথা। শিল্পের গুণ ও গুরুত্ব ফুটে উঠলো তখনই যখন শিল্প মানুষের জীবনের দিককে তুলে ধরলো।

নির্জনতা

সুশীল মণ্ডল

হঠাৎ প্রতিবেশী নির্জনতা বিকেলের আলোয়
গোধূলির সন্ধ্যার ঠিক কাছাকাছি
আমাকে ভ্রুক্ষেপ না করে আমার পড়ার টেবিলে বসে পড়ে,
রবীন্দ্রনাথকে এই দিনান্তে উল্টেপাল্টে
শুধু যাওয়া শুধু অসার মাহাত্ম্য বোঝায়।

আমাদের সারাক্ষণের হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে
মাতাল হয়ে ওঠার আয়োজন সারাক্ষণ
অথচ আমরা চাইছি
কদাচিৎ যদি পাই
কেউ যদি চুরি করে এনে দেয়
পাহাড়ী উপত্যকার শ্যামল নির্জনতা।

নতুন ভোর

সুচরিতা চক্রবর্তী

প্রতি সকালে আমি ঘুম থেকে উঠি না
মাঝে মাঝে মৃত্যু থেকে উঠি,
ভরসা করে ঠোঁট রাখি কফির কাপে
এলার্ম ক্লকটা বাজে নি কেন আজ?
বিস্ফারিত চোখে মিলিয়ে নি তারিখ
ছুঁয়ে দেখি সব চরিত্র শিলালিপি।
আজ থেকে একলা থাকতে চাই
যতই হোক মৃত্যু ঘুম থেকে জন্ম।

আমাদের পাখ পাখালি

নীতা কবি মুখার্জী

চড়ুই, শালিক ছোট্ট পাখি উঠোন খুঁটে খায়,
কাক বাবাজী কা কা করে এদিক ওদিক ধায়।

কাঠ-ঠোকরা ঠক ঠক ঠক গাছটি ঠুকে যায়,
কোকিল শুধুই মিঠে সুরে কুহু কুহু গায়

কাকাতুয়ার ঝুঁটি দেখে অবাক হয়ে চায়
বাবুই হল শিল্পী পাখি খাসা বাসা বানায়।

টুনটুনি যে দর্জি-পাখি সেলাই জানে ভালো,
জোনাকিরা অন্ধকারে জ্বালায় সুখের আলো।

বন্ধু বৃক্ষরাজি

শান্তিরঞ্জন দে

সমস্ত কোলাহল হতে দূরে থাকি
একাত্ম প্রকৃতি মাঝে আনমনে
মুগ্ধতায় চেয়ে থাকি ওদের পানে
সবুজ গাছেরা আমার কথা শোনে।

শহুরে আধুনিকতা অসহ্য লাগে
স্বার্থপরতা গ্লানি পীড়িত করে
অস্থির আবহে মননে চঞ্চলতা
যন্ত্রণার শিহরণ ছিল শুধু অন্তরে।

বাগানে আম জাম কাঁঠালের সারি
নানান বাহারি ফুল গাছের সাথে
আমার নিঃস্ব মনের সুনিবিড় সখ্যতা
তৃপ্তিতে ভরিয়ে রাখে দিনে রাতে।

বয়সের বেলা গড়িয়ে চলেছে বেশ
শিথিল দিনযাপনে অভ্যস্ত মন
সবুজের সমারোহে প্রশান্তি মননে
বৃক্ষরাজি আমার বন্ধু স্বজন।

একজন ছাত্রের শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়ে শিক্ষিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি শিল্পকলা এবং বাস্তবমুখী শিক্ষার জ্ঞান থাকাও আবশ্যক।

চিত্রাঙ্কন

চিত্রাঙ্কন বলতে কোনও সমতল পৃষ্ঠের উপর সাধারণত তুলি বা আঙুলের মাধ্যমে এক বা একাধিক রঙ লেপন করে কোনও চিত্র অঙ্কন করাকে বোঝায়। চিত্রাঙ্কন প্রক্রিয়ার শেষে যে শিল্পকর্ম সৃষ্টি হয়, তাকে চিত্রকর্ম বলে। একজন শিল্পী যিনি পেশাগত কাজ অথবা শখের বশে চিত্রাঙ্কনের কাজ করেন তাকে চিত্রকর বা চিত্রশিল্পী বলা হয়। রংচিত্র অঙ্কন একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যকলা, যা অঙ্কন, অঙ্গভঙ্গি কিংবা যে কোনও রচনা বিমূর্ত করে তোলে। চিত্রকর্ম হতে পারে স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রতিনিধিত্বমূলক (যেমনটি পাওয়া যায় স্থিরচিত্রে (Still Life) কিংবা প্রাকৃতিক চিত্রকর্মে, বিমূর্ত, বর্ণনামূলক, প্রতীকী কিংবা আবেগপূর্ণ। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়ের চিত্রাঙ্কনের ইতিহাসের একটি অংশ ধর্মীয় চিত্রকলা দ্বারা প্রভাবিত। এই ধরণের চিত্রকর্মের নিদর্শন পাওয়া যায় মৃৎশিল্পের ওপর আঁকা পৌরাণিক চরিত্রের।

চিত্রক্রমে যে জিনিসের উপর চিত্রাঙ্কন করা যায়, তাকে অবলম্বন বলে। অবলম্বনগুলির মধ্যে আছে দেয়াল, কাগজ, ক্যানভাস, কাঠ, কাঁচ, বার্নিশ, মৃৎশিল্পী, পাতা, তামা এবং কংক্রিট। আবার যেসব ব্যবহার করে চিত্রকর্ম করা যায় তার মধ্যে আছে বালি, কাদা, কাগজ, চুন, শুকনো পাতাসহ আরও অনেক কিছু।

শতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের দুই কন্যা

সুচিত্রা মিত্র

সুচিত্রা মিত্র (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪- ৩ জানুয়ারি, ২০১১) ছিলেন একজন প্রথিতযশা ও স্বনামধন্য ভারতীয় বাঙালি কণ্ঠশিল্পী। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের একজন অগ্রগণ্য গায়িকা ও বিশেষজ্ঞ। সুচিত্রা মিত্র দীর্ঘকাল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র সঙ্গীত বিভাগের প্রধান ছিলেন। সঙ্গীত বিষয়ে তার বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। শেষ জীবনে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতের তথ্যকোষ রচনার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি চলচ্চিত্র নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী এবং অভিনেত্রীর ভূমিকাও পালন করেছেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গেও তাঁর দীর্ঘকালের যোগসূত্র ছিল। ১৯৭১এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তার দৃপ্ত কণ্ঠে গাওয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি গানটি বিশেষ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। ২০০১ সালে তিনি কলকাতার শেরিফ মনোনীত হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর ২০১১ সালের ৩ জানুয়ারি কলকাতার বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (১২ অক্টোবর,১৯২৪ - ৫ এপ্রিল, ২০০০) একজন স্বনামধন্য রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী ও শিক্ষিকা। রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। বিশেষত টপ্পা অঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীতে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক গায়িকা। রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া অতুলপ্রসাদের গানেও তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন, যদিও এই ধারায় তার রেকর্ড সংখ্যা খুব বেশি নয়। জীবনের অধিকাংশ সময় শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করলেও তার জনপ্রিয়তা পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে বাংলাদেশেও পরিব্যপ্ত ছিল। কলকাতা পৌরসংস্থা তার সম্মানে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও রবীন্দ্র সদনের মধ্যবর্তী ময়দানের একাংশে একটি সুরম্য সুবৃহৎ উদ্যান উৎসর্গ করেছেন। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৈরি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। আশ্রম কন্যা মোহরের আশ্চর্য কণ্ঠস্বরে ছিল রবীন্দ্রনাথের গান। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত ভবনে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন এবং যথাসময়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিভাগের প্রধান এবং পরে অধ্যক্ষ হন।

উষ্ণতার গল্প

তসলিমা নাসরিন

এক কাপ চা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি
অপেক্ষারও তো একটা সীমা আছে অথবা বয়স।
আমি কি এখনও স্কুল-পালানো কিশোরী
ঝোপঝাড়ে শেষ ঘন্টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকব?
আমার শেষ ঘন্টা বেজে গেছে সেই কতকাল
দপ্তরিরা ঘুমোতে গেছে।
এখন হাজার রকম ব্যস্ততা আমার
এখন বড়জোর কারও জন্য এককাপ চা পর্যন্ত
অপেক্ষা করতে পারি।
এখন কুশল জিজ্ঞাসা ছাড়া দু'দন্ড সময় নেই
তবু তোমার জন্য একটি একলা চেয়ারে বসে
এক কাপ চা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে করতে দেখেছি
এত ঠান্ডা করে চা এর আগে কখনও আমি পান করিনি।

এরকম শীতল পাখি কবে থেকে পোষা ছিল বুকের খাঁচায়?

ম্যাজিক

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

তুমি কি সত্যিই ম্যাজিক জানো!

ভাবি আমি অবাক হয়ে —
এইতো সেদিন ছোট্ট বেলা,
শীতের সকাল স্কুলে যাওয়া,
ঘুম পাড়ানী মাসী পিসি
পিসির বোনা মাথার টুপি,
আবোল তাবোল হাট্টিমাটিম্।
এমনি সকাল দুপুর বেলা,
খেলার ছলে পড়তে বসা
বাকি যে সব আঁকিবুকি
বাগান জুড়ে ছোটাছুটি
ছোট কাকার পুসি বেড়াল,
সেই যে দুটো লাল ভুলু,
কোথায় যেন ভ্যানিস্ হল।

সত্যি, তুমি ম্যাজিক জানো।

সর্ব ভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের বার্ষিক সমাবর্তন ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার ফলাফল -২০২৪

গ্রুপ-A

প্রথম - অন্বেষা বিশ্বাস
বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

দ্বিতীয়-জিনিয়া দে
বীণাপানী অঙ্কন প্রশিক্ষণ

তৃতীয়-শ্রেয়া গায়েন
রং তুলি আর্ট স্কুল

চতুর্থ - রিতোজা চক্রবর্তী
আশা চিত্রলতা আর্ট স্কুল

পঞ্চম-হৃদাঙ্ক দাস
ক্রিয়েটিভ মাইন্ড আর্ট স্কুল

ষষ্ঠ - সৌমিলি পাল
সায়নি শিল্পালয়

সপ্তম - ঐশী দাস
চিত্রশিল্পী আর্ট স্কুল

গ্রুপ-B

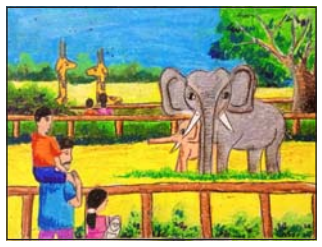

প্রথম - অলংকৃতা সিনহা
অঙ্কন অঙ্গন আর্ট স্কুল

দ্বিতীয়-প্রীতম বিশ্বাস
চিত্রাঙ্কন আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্ট একাডেমী

তৃতীয় - আয়ুষ দাস
বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

চতুর্থ - বিদিপ্ত বোস
রেখাঙ্কন

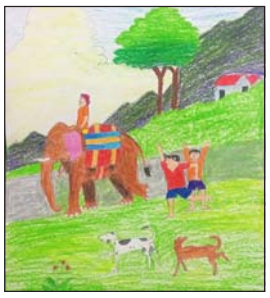

পঞ্চম-তমোজিৎ পাল
শান্তি আর্ট সেন্টার

ষষ্ঠ - রিজু মন্ডল
রেখাঙ্কন

সপ্তম - অর্চিশা হালদার
সঙ্গীতা আর্ট স্কুল

গ্রুপ-C

প্রথম - সম্রাট দত্ত
ক্রিয়েটিভ মাইন্ড আর্ট স্কুল

দ্বিতীয়-আরাধ্যা সরকার
চিত্র শৈলী আর্ট একাডেমী

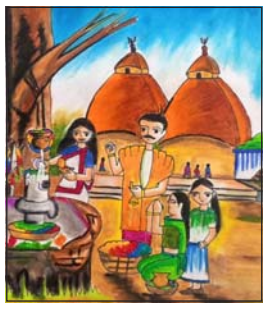

তৃতীয় - দিয়া সেনগুপ্ত
সঙ্গীতা আর্ট স্কুল

চতুর্থ - শ্রীজিতা প্রামাণিক
রেখাঙ্কন

পঞ্চম-অনুষ্কা সরকার
সঙ্গীতা আর্ট স্কুল

ষষ্ঠ - শুভাঙ্গী দাস
বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

সপ্তম - রমা দাস
চিত্রাঙ্কন আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্ট একাডেমী

গ্রুপ-D

প্রথম - সায়নী বিশ্বাস
বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

দ্বিতীয়-কঙ্কনা মাইতি
রিতা আর্ট একাডেমী

তৃতীয় - সুরাইয়া মন্ডল
আঁকিবুঁকি

চতুর্থ - প্রিয়া ঘোষ
আলোছায়া

পঞ্চম-সঙ্গীতা মন্ডল
চিত্রায়ন

ষষ্ঠ - মেঘনা শী
চিত্রম

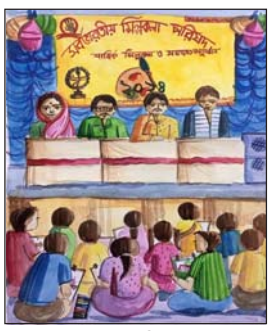

সপ্তম - অনামিকা ঘোষ
চিত্রশিল্পী আর্ট স্কুল

গ্রুপ-E

প্রথম - শৈমী মজুমদার
বালিয়া শিল্পকলা একাডেমী

দ্বিতীয়-সুদীপ্ত বেরা
রিতা আর্ট একাডেমী

তৃতীয় - অন্তরা পাড়ুই
রিতা আর্ট একাডেমী

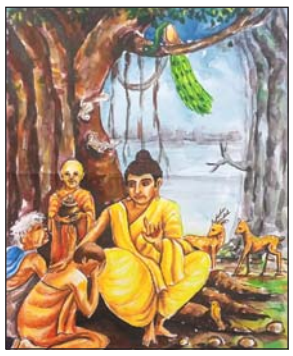

চতুর্থ - সৌম্যদীপ পাল
নোনামাটির আঁকিবুঁকি

পঞ্চম - অনুশ্রী চৌধুরী
সায়নি শিল্পালয়

ষষ্ঠ - নিশা পাল
প্রতিভা আর্ট একাডেমী

সপ্তম - কৃষ্ণার্জুন বিশ্বাস
সঙ্গীতা আর্ট স্কুল

রথযাত্রা ও উৎসব

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার

রথযাত্রা হিন্দুদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এতে রথের ওপর দেবতাদের মূর্তি স্থাপন করে রথ চালানো হয়। বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন দেবদেবীর রথযাত্রার উল্লেখ আছে, যেমন: ভবিষ্যপুরাণে সূর্যদেবের রথযাত্রা, দেবীপুরাণে মহাদেবীর রথযাত্রা, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও ভবিষ্যোত্তর পুরাণে বিষ্ণুর রথযাত্রা বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন দেবদেবীর রথযাত্রার সময়কালও বিভিন্ন; কোথাও বৈশাখ মাসে, কোথাও আষাঢ় মাসে, আবার কোথাও কার্তিক মাসে রথযাত্রার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠান হয় আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে, আর একাদশী তিথিতে হয় প্রত্যাবর্তন বা ফিরতি রথ। অর্থাৎ রথটি প্রথম দিন যেখান থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, আটদিন পরে আবার সেখানেই এনে রাখা হয়। একেই বলে উল্টো রথ। রথযাত্রা বা রথদ্বিতীয়া ভারতীয় রাজ্য ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণের বৃন্দাবন প্রত্যাবর্তনের স্মরণে এই উৎসব আয়োজিত হয়ে থাকে। দেশের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রথযাত্রা ওড়িশার পুরী শহরের জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রা। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল, হুগলির মাহেশ, কলকাতা ও বাংলাদেশের ধামরাই জগন্নাথ রথ, ইসকনের রথ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে মেলার আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে রথযাত্রার সময় যাত্রাপালা মঞ্চস্থের রীতি বেশ জনপ্রিয়। রথযাত্রার দিন পুরীর জগন্নাথ মন্দির সহ দেশের সকল জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি সর্বসমক্ষে বের করা হয়। তারপর তিনটি সুসজ্জিত রথে (কোনও কোনও জায়গায় একটি সুসজ্জিত সুবৃহৎ রথে) বসিয়ে দেবতাদের পূজার পরে রথ টানা হয়। পুরীতে রথ টানতে প্রতি বছর লক্ষাধিক পূণ্যার্থীর সমাগম হয়। এখানে তিন দেবতাকে গুন্ডিচা মন্দিরে জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। পুরীতে বছরে এই এক দিনই অহিন্দু ও বিদেশিদের মন্দির চত্বরে এসে দেবদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়। পুরীতে যে রথগুলি নির্মিত হয় তাদের উচ্চতা ৪৫ ফুট। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টেলিভিশন চ্যানেলে এই রথযাত্রা সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী ভারত

৩০ জুন, ২০২৪ টসে জিতে ব্যাটিং-এর সিদ্ধান্ত নিয়ে পুরো ২০ ওভার ব্যাট করে ১৭৬ রান তোলে ভারত। সেই রান তাড়া করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা ৮ উইকেট হারিয়ে ২০ ওভারে ১৬৯ রান তুলতে পেরেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য এটা ছিল পুরুষ আইসিসি ইভেন্টের প্রথম বিশ্বকাপ ফাইনাল। আর ভারত, একের পর এক ফাইনাল ও সেমিফাইনালে হারতে হারতে ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত শিরোপা হাতে নিলেন।

২০১৩ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরে এটাই ভারতের প্রথম আইসিসি শিরোপা। এর মাঝে ২০১৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল, ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়ন ট্রফির ফাইনাল, ২০২৩ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল হেরেছে ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দল। ম্যাচ শেষে আনন্দের বহিঃপ্রকাশেই স্পষ্ট ছিল কতটা আকাঙ্খিত ছিল ভারতের জন্য এই শিরোপা। রোহিত মাটিতে বসে পড়েছেন, কোহলি হার্দিক জড়িয়ে ধরেছেন, এদিক সেদিক হুড়োহুড়ি পরে গোটা দল অবিশ্বাসে বসে পড়া হার্দিককে ঘিরে জয়োল্লাস করলো কিছুক্ষণ।

এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকান দলে ক্লান্ত নেমে এল। আনরিখ নরকিয়া ১ বলে ৯ রান করতে যেন পৃথিবীর দীর্ঘতম এক হাঁটার পর মাঠে নামলেন। এরপর কেবল ১ বলে ১ রান নিয়ে আবার ফিরে গেলেন তিনি ধীরে।

কেবল ৩০ মিনিট আগেও মনে হচ্ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতকে হারিয়ে নিজেদের ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম বিশ্বকাপ শিরোপা ঘরে তুলবে। ৩০ মিনিট আগেও ৩০ বলে দরকার ছিল ৩০ রান, যেটা নিতে পারলো না দক্ষিণ আফ্রিকা।

এর আগে ২০০৭ সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্ব ভারত টি২০ ইতিহাসের প্রথম বিশ্বকাপেই শিরোপা জিতেছিল। আইপিএল শুরু হওয়ার পর এটাই ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ শিরোপা জয়।

তৃতীয়া ...

পার্বতী ভট্টাচার্য

তৃতীয়া তিথির অবুঝ চাঁদটা
এক মুঠো ফিকে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিয়ে
চলে গেল ওই কোণটায়।
ওই খানে একটি গাছ ছিল,
মাটির সঙ্গে ছিল তার প্রণয়।
একদিন গাছটি মাটির সঙ্গেই মিশে গেল,
কিন্তু, সেই সে জন
যে প্রতিদিন করতো জল সিঞ্চন,
ফুল তুলে এনে দিত দেবতার পায়ে,
ফল দিয়ে সাজাতো নৈবেদ্য,
পাতার চিক্কনে চিনতো আহ্নিকগতি,
বার্ষিকগতি?
মুখে কি বলতেই হয়, ভালবাসি
ভালবাসি?

আষাঢ়ে বর্ষায়

গৌতম সরকার

আষাঢ় মাসে হঠাৎ আসে,
আকাশ কালো করে।
মেঘ ঘনিয়ে বর্ষা এলো,
অঝরে জল ঝরে।।

ডাহুক ডাকে বাঁশের বনে,
নির্জনেতে ওই।
হাটের মাঠে বৃষ্টি ঝড়ে,
থামলো হইচই।।

গ্রীষ্মে ফোটা কৃষ্ণচূড়া,
লাল ফুলেরা দলে।
ঝোড়ো হাওয়ায় দুলে দুলেই,
পড়ছে মাটি জলে।।

খাল বিলেতে, ধানের ক্ষেতে,
নামছে জলধারা।
ফাটল্ বুকে শুকনো মাটি,
খুশিতে আজ হারা।।

তালের গাছে, ঝুলছে বাসা,
বাবুই বসে ঘরে।
মুখ বাড়িয়ে বর্ষা দেখে,
আষাঢ়ে জল ঝরে।

মনের মানুষ

পাপিয়া মল্লিক

যে ছেলেটা আদুল গায়ে ফুটপাতে থাকে,
বৈশাখের ২৫শে সে প্রণাম জানায় কাকে!
আসলে সেই ছেলেও জানে জন্মদিনটা কার
চারিদিকে সেদিন শুধু গান কবিতা তাঁর।
সে শুনেছে সে গানখানি -
'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার
রাজত্বে, নইলে মোরা রাজার সনে মিলব
কি সত্বে' - আমরা সবাই রাজা!!
অবাক ছেলে - অবাক মানে - এই কি রাজা সাজা!
যে মেয়েটা বাসন মাজে মায়ের সাথে রোজ -
তারও ভীষণ চেনা জানা, সেও রাখে এই খোঁজ।
এদের সবার সাথেই তাঁর আছে নাড়ি'র টান -
অনেক কথা, মনের ব্যথা, তাই তো জাগে প্রাণ
আকাশ সমান উচ্চতা তাঁর মাটিতে তাঁর পা -
রবি ঠাকুর জ্ঞানের সাগর নেই তো সীমানা।
সবার তুমি প্রাণের মানুষ, জান সবার মনের কথা
এমন করে কে বুঝেছে দীনার্তের বুকের ব্যথা!
তাই'তো তোমার জন্মদিনে সবাই করে স্মরণ,
ধনী গরীব বড় ছোট সবই করে বরণ।
যখন কেউ একলা থাকে, তুমি তারে ডাকো -
সারাজীবন এমনি করে সবার মনে থাকো।

রিহার্সেল

অর্পিতা ঘোষ পালিত

লঞ্চে পারাপারের সময়
যাত্রাপথে ছিলাম সহযাত্রী
ঢেউয়ের তালে বইতো ভাটিয়ালী সুর
ইচ্ছে ছিল ছায়া হয়ে থাকবো

সময় চলে গেলে
বদলে যায় সম্পর্কের সমীকরণ
ঘোলাটে চশমায় কিছুই যায় না দেখা
আলো ভেবে আগুনকে জড়িয়ে ধরেছিলাম
থেকে যায় কুড়িয়ে পাওয়া গল্পের খড়কুটো

এখন যাতায়াতের পথে দেখি
বদলে গেছে অনেক কিছুই
খাদ্য ও খাদক
বারুদ লেগেছে মাছেদের চরিত্রে
তৃষ্ণায় মিলনের উৎসব
গাঙচিলেরা শিকার ধরে দোল খায় ঢেউয়ের তালে

বিতর্কে না জড়িয়ে গন্তব্যে এগোয়

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

ঘোলা, সোদপুর, কলকাতা-৭০০ ১১১
যোগাযোগ ঃ 8617847889/9382831611/ 9874566708/8910739009
Email : shilpakalaparishad@gmail.com
Whatsapp: 8617847889/9874566708
ব্রাঞ্চ অফিস ঃ এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২, যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮
Facebook : sarbabharatiya shilpakala parishad

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

বর্তমানে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকা চিত্রশিল্পী, অঙ্কন শিক্ষক, শিক্ষিকার দ্বারা প্রশংসিত। এই প্রতিষ্ঠান শিল্পীর শৈল্পিক স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলবে সৃষ্টির প্রেরণার মাধ্যমে।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের শিল্প সমৃদ্ধ পাঠাগার, শিল্পকলা ও অঙ্কন শিল্পীদের অধ্যয়ন এবং গবেষণা ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার কর্তৃক এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।
যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮ (মোঃ ও হোয়াটস্অ্যাপ)। সম্পাদক ঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার। E-mail : k.sarkar151071@gmail.com